ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ

১৯.০৪.২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ছাত্র জমিয়তের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত এবং ২৬/১১/২০১৯ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় আমেলায় গৃহীত ৫ম সংশোধনী অনুযায়ী প্রকাশিত।

ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১, ৫১/এ (১০ম তলা)
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

গঠনতন্ত্র
ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ

প্রকাশনায়
ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ

পঞ্চম সংশোধনীর প্রথম প্রকাশ
২০২০ ঈসায়ি
১৪৪১ হিজরি
১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মূল্য : ১০ টাকা

Constitution, Chatra Jamiat Bangladesh
publishing of 5th correction, July 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রসংশা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যিনি নিজ অপার অনুগ্রহে মানবজাতির ইহকাল, পরকালের শান্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য পাঠিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরামদের। সালাত ও সালাম সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, যার পথপ্রদর্শন মানবেতিহাসে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন অধ্যায়ের, মানবসভ্যতার ইতিহাস সন্ধান পেয়েছিল এক নব দিগন্তের। আর তার সকল সাহাবী ও অনুসারীর উপর, যারা নবী সাহচর্যে ধন্য হয়ে এবং পরীক্ষার আগুনে পুড়ে পুড়ে নিখাঁদ সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।

ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত একমাত্র দীন। মানুষের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ কেবল এতেই নিহিত। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামিতায় এরই আহ্বান পৃথিবীময় প্রচার করে গেছেন রাসূলে কারীম (সা), সাহাবা, তাবেয়ীন, আইম্মা মুজতাহিদীন এবং উম্মতের কল্যাণকামী যুগ-যুগের উলামা মাশায়েখগণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমেই দীনের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। যার মূল উৎস ইলমে ওহী তথা কোরআন-সুন্নাহলব্ধ ঐশী জ্ঞান। এ ইলমে ওহী-ই খেলাফত আলা মিনহাজিন নাবাবিয়্যাহ এর মূল ভিত্তি। মানুষের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বকালীন সফলতার উৎস এ ইলমে ওহী। একে মূল নিয়ামক হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বের যে প্রান্তের যে মানুষ তার জীবনকে সফল ও সার্থক করতে চেয়েছেন, তিনি অবশ্যই তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছে গেছেন। ইহ-পারলৌকিক সাফল্য ও উৎকর্ষ করেছে তার পদচুম্বন।

মুসলমানদের যশ-সম্মান, প্রতিপত্তি সবকিছুর মূলে ছিল ইলমে ওহী আশ্রিত জীবন দর্শন তথা ইসলাম। সুতরাং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া হতাশা, অবক্ষয়, অস্থিরতা ও লাঞ্ছনার নির্মম বেষ্টনী থেকে যদি মুক্তি চাই, ফিরে পেতে চাই যদি আমাদের হৃত গৌরব, চাই যদি ইহ-পরকালীন সব ধরনের মুক্তি ও সফলতা, তাহলে আবার ফিরে যেতে হবে ইসলামের শাশ্বত শিক্ষার দিকে। রাসূলে কারীম (সা)-এর প্রকৃত ওয়ারিশ হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে রাসূলের এরশাদ: 'আমি ও আমার সাহাবীরা যে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত' সেই সত্যপন্থী খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত দলের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামে যারা অভিহিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে আমাদের। এ কাফেলার দ্বিধাহীন আনুগত্যই আমাদের জীবনে সঠিক দিক-নির্দেশনা বয়ে আনবে। উপরন্তু নির্ভুল ইলমে ওহী ও নির্ভেজাল ইসলামের স্নিগ্ধ-সৌরভ সরোবরে স্নাত হয়ে পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে উঠবে মানবজীবন।

প্রশিক্ষণের বর্তমান স্তর : আকীদা আমল ও আখলাক এই সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে কোরান-সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। বিশুদ্ধ বিশ্বাস,

নির্ভুল কর্মধারা, উন্নত চরিত্রমাধুরী, সমাজসেবা ও অবিরাম মুজাহাদা ব্যতীত বিশ্বনবীর উত্তরাধিকারী রূপে পরিচয় দেওয়ার অধিকার কী করে লাভ করতে পারি আমরা? ইসলামী জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি এর প্রায়োগিক উৎকর্ষ অর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও তাই একান্ত জরুরী। আমরা যারা ছাত্র, তাদের নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রকৃত সময় এখনই। পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি সদস্যের সর্বকালের কল্যাণ, সুখ ও সমৃদ্ধি ইসলামের আলোকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এ মহান পরিকল্পনা সাধনে আমাদের অনুসরণ করতে হবে “মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি”-এর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি,ওয়ালিউল্লাহী চেতনার ধারক-বাহক পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের সুমহান পূর্বসূরী তথা উলামায়ে দেওবন্দের মত ও পথের। এর বাহিরে কোনো কিছুই আমাদের জন্য গ্রহণীয় নয় বরং অবশ্যই বর্জনীয়। তবে শিক্ষার্থী হিসেবে বর্তমানকাল যেহেতু আমাদের প্রশিক্ষণ স্তর, সুতরাং শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানেই আমাদের এগুতে হবে। তাদের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্যই আমাদের কাঙ্খিত সফলতা অর্জনে প্রধান সম্বল হতে পারে। পাশাপাশি যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ব্যতীত ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক নীতি-আদর্শকেই মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

মাদরাসার তা'লীম-তারবিয়ত, খানকাহর আত্মশুদ্ধি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যে অনুকূল দীনি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তে তা ম্লান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় সঠিক সিদ্ধান্তে দ্বীনের কাজ গতিশীল হয়। রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠিত হয় না ঠিক, তবে দ্বীনী কাজ গতিশীল হয়। রাজনীতি যদি ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার ও চাকরী ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত কাজ হতো, তাহলে ঐসব কাজে অংশীদারিত্ব না থাকলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু রাজনীতি ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং তা জাতীয় বিষয়। তার লাভ-ক্ষতি এমন নয় যে, নেতারাই শুধু তা ভোগ করবে। বরং ধর্মীয় রীতি-নীতি, কৃষ্টি-কালচার ও দীনী লাভ-ক্ষতি, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, জাতি গঠনে সহায়তা-বিরোধীতা এসবকিছুই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সর্বপরি রাষ্ট্রীয় বদ-দীনী আগ্রাসনে মুসলমানরা দ্বীনী ময়দানে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন থেকে দীন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির হেফাজত করা অপরিহার্য।

ধার্মিকতার দোহাই দিয়ে একজন সুশিক্ষিত সচেতন নাগরিকের রাজনীতি থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাই ছাত্র জীবনেই পড়ালেখার পাশাপাশি জ্ঞানগতভাবে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা লাভ করা ও সময় বিশেষ তার অনুশীলন করাও একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। এ অপরিহার্যতাকে উপলব্ধি করেই ‘জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম’ এর তত্ত্বাবধানে **১৯৯১** সালে ‘ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ’ নামে একটি অনুশীলনমূলক ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা **১৯৯২** সালের ২৪ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

গঠনতন্ত্র

ধারা : ১ ➢ নামকরণ

এই সংগঠনের নাম হবে 'ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ'। ইংরেজীতে CHATRA JAMIAT BANGLADESH।

ধারা : ২ ➢ দপ্তর ও কর্মক্ষেত্র

দেশের রাজধানী ঢাকায় এর সদর দপ্তর থাকবে। সমগ্র বাংলাদেশ হবে এর কর্মক্ষেত্র।

ধারা : ৩ ➢ পতাকা ও মনোগ্রাম

ক. রাসূল (স:) এর পতাকা "উকাব" এর আদলে দৈর্ঘে পাঁচটি কালো ও চারটি সাদা রেখা বিশিষ্ট পতাকাই হবে ছাত্র জমিয়তের পতাকা। যার আকার হবে ৪ ৩ (চার অনুপাতে তিন)।

খ. ছাত্র জমিয়তের মনোগ্রাম হবে নিম্নরূপ: দুই পার্শ্বে ঈষৎ বাঁকা দু'টি দলীয় পতাকার মাঝে রাসুলের প্রিয় খেজুর গাছ। উপরে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের অনুকরণ নির্দেশক **সবুজ** চন্দ্রাকার বেষ্টনিতে 'নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন' এবং নিচে মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর লাল চন্দ্রাকার বেষ্টনিতে 'ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ' লেখা থাকবে।

ধারা : ৪ ➢ উদ্দেশ্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক একঝাঁক নির্ভীক আদর্শ সমাজ সংগঠক গড়ে তোলা।

ধারা : ৫ ➢ লক্ষ্য

১. ইসলামের বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত অনুসৃত চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তি জীবনে উৎকর্ষ লাভ।

২. আপামর ছাত্রসমাজকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পতাকাবাহী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃত্বে দ্বীনী আন্দোলনের সুযোগ্য কর্মীরূপে গড়ে তোলা।

ধারা : ৬ ➢ আদর্শ

আচার আচরণের ক্ষেত্রে 'আশিদ্দা-উ আলাল কুফফার, রুহামা-উ বাইনাহুম; তথা নীতি-আদর্শের প্রশ্নে আপোষহীন ও পরস্পরে সহনশীল মনোভাব পোষণ আমাদের আদর্শ।

ধারা : ৭ ➢ মূলনীতি

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসৃত নীতিমালা ও মত-পথই হবে ছাত্র জমিয়তের প্রতিটি পদক্ষেপের মূলনীতি।

ধারা : ৮ ➢ সদস্য

ক. যেকোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত সকল শিক্ষার্থীই এই সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবে।

খ. ছাত্র জমিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলনীতির সাথে একমত হয়ে নির্ধারিত ফরমে দস্তখত করত: ১০/- (দশ) টাকা ফি প্রদান করে প্রাথমিক সদস্য হতে হবে।

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতায় বিশ্বাসী হতে হবে। জননিরাপত্তা বিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত কোনো ছাত্র এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না।

ঘ. ছাত্র জমিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলনীতির পরিপন্থী কোনো সংগঠনের সদস্য এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না।

ঙ. প্রত্যক সদস্যকে ছাত্র জমিয়ত কর্তৃক শরীয়তসম্মত যেকোনো নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকতে হবে।

ধারা : ৯ ➢ সংগঠনের স্তর

১ম স্তর : প্রাথমিক সদস্য : ছাত্র জমিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলনীতির সাথে একমত হয়ে ১০/- (দশ) টাকা ফি প্রদান করে নির্ধারিত ফরমে দস্তখত করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে।

২য় স্তর : কর্মী : সাংগঠনিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এবং ছাত্র জমিয়ত প্রণীত দুই স্তরের সিলেবাসের প্রথম স্তর পঠনের মাধ্যমে মানোত্তীর্ণ একজন প্রাথমিক সদস্য সংগঠনের কর্মী স্তরে উপনীত হবে। সংশ্লিষ্ট শাখা সভাপতির সত্যায়নক্রমে যাচাই বাছাই পূর্বক উর্ধ্বতন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কর্মীকে শপথ দিবেন। প্রত্যেক কর্মী সংগঠনের সবধরনের কর্মসূচী পালনে বাধ্য থাকবে।

৩য় স্তর : দায়ী সদস্য : সাংগঠনিক তৎপরতা, দক্ষতা এবং ছাত্র জমিয়তের দুই স্তরের সিলেবাস পঠনের মাধ্যমে মানোত্তীর্ণ একজন কর্মী দায়ী সদস্য হিসেবে মনোনীত হবে। এটাই হবে সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর। দায়ী সদস্যগণ জমিয়তের সবধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিবেদিত প্রাণ হবে। সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক জেলা সভাপতির সত্যায়নক্রমে যাচাই বাছাই পূর্বক কেন্দ্রীয় সভাপতি দায়ী সদস্যকে শপথ প্রদান করবেন।

ধারা : ১০ ➢ শপথ

ক. কর্মীর শপথ

আমি.................................... পিতা............................ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে এই মর্মে শপথ করিতেছি যে, ছাত্র জমিয়তের একজন কর্মী হিসেবে আমি সংগঠনে সকল নীতি-আদর্শের উপর অবিচল থেকে, সংগঠনের সকল কর্মসূচী আমার ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে ছাত্রসমাজের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হব। আমার উপর অর্পিত সংগঠনের সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবো। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমিন।

খ. দায়ী সদস্যের শপথ

আমি.................................. পিতা......................... মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে এই মর্মে শপথ করিতেছি যে, ছাত্র জমিয়তের একজন দায়ী সদস্য হিসেবে দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর নেজাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি নিজেকে একজন নিবেদিত প্রাণ বলিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলব। সে লক্ষ্যে আমার উপর সংগঠন কতৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে পালন করবো। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমিন।

গঠনপ্রণালী

ধারা : ১১➢ প্রতিষ্ঠান শাখা

ক. দেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র জমিয়তের প্রাথমিক ইউনিট গড়ে উঠবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা, পৌর ও ইউনিয়ন শাখা তার উর্ধ্বতন ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. স্থানীয় স্নাতক/স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখাসমূহ (দাওরা হাদীস মাদরাসা, ডিগ্রি/অনার্স কলেজ, ফাজিল, কামিল মাদরাসা) সাংগঠনিক থানার মর্যাদা পাবে।

গ. বৃহত্তর/প্রসিদ্ধী কিংবা মানের বিবেচনায় দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা এবং সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখাসমূহ সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা পাবে।

ঘ. জেলার মর্যাদাসম্পন্ন দাওরায়ে হাদীস মাদরাসার জামাতসমূহ এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ফেকাল্টিসমূহ সাংগঠনিক থানার মর্যাদা পাবে। হল ও ফেকাল্টি কমিটি সমন্বয় করে কাজ করবে।

ঙ. শুধুমাত্র দায়ী সদস্যগণই জেলার মর্যাদা সম্পন্ন মাদরাসা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যায় শাখার কাউন্সিলর গণ্য হবে। এছাড়া অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখার সর্বস্তরের সদস্য উক্ত শাখার কাউন্সিলর গণ্য হবে।

চ. কাউন্সিলরগণ ছাত্র জমিয়তের উর্ধ্বতন ইউনিটের তত্ত্বাবধানে নিম্নরূপঃ অনুর্ধ্ব **১৩** সদস্য বিশিষ্টপ্রতিষ্ঠান শাখাকমিটি গঠন করবে।

ক্র.নং	পদ	সংখ্যা	ক্র.নং	পদ	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন	৭	প্রচার সম্পাদক	১ জন
২	সহ-সভাপতি	১ জন	৮	প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১জন	৯	সাহিত্য সম্পাদক	১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১জন	১০	পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক	১জন
৫	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১১	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৬	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	১২	নির্বাহী সদস্য	২ জন
মোট =					১৩ জন

ছ. জেলার মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কমিটির সদস্যগণ মাসিক ২০/-টাকা, থানার মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কমিটির সদস্যগণ মাসিক১৫/- টাকা এবং অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিটির সদস্যগণ মাসিক ৫/- টাকা হারে প্রতিষ্ঠান ছাত্র জমিয়তকে চাদা প্রদান করবে।

ধারা : ১২ ➢ ওয়ার্ড শাখা

ক. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সকল মহানগর, পৌর ও ইউনিয়ন ওয়ার্ড সমূহেও সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিট গড়ে উঠবে।

খ. ওয়ার্ডে অবস্থানরত সর্বস্তরের সদস্যগণ ওয়ার্ড শাখার কাউন্সিলর গণ্য হবে।

গ. কাউন্সিলরগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিটের জমিয়তের দিকনির্দেশনায় ও ছাত্রজমিয়তের উর্ধ্বতন (থানা, পৌর, ইউনিয়ন) ইউনিটের তত্ত্বাবধানে নিম্নরূপ অনূর্ধ্ব **১৩** সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করবে।

ক্র.নং	পদ	সংখ্যা	ক্র.নং	পদ	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন	৭	প্রচার সম্পাদক	১ জন
২	সহ-সভাপতি	১ জন	৮	প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	১জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	৯	সাহিত্য সম্পাদক	১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১ জন	১০	পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১১	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৬	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক	১জন	১২	নির্বাহী সদস্য	২ জন
				মোট	১৩ জন

ঘ. ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ ৫/- টাকা হারে ওয়ার্ড ছাত্র জমিয়তকে চাঁদা প্রদান করবে।

ধারা : ১৩ ➢ ইউনিয়ন শাখা

ক. ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড ছাত্র জমিয়তের শাখা কমিটির সদস্যদের নিয়ে ছাত্র জমিয়তের ইউনিয়ন শাখা গঠিত হবে। উক্ত সদস্যগণ ছাত্র জমিয়তের ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিলর বলে গণ্য হবে।

খ. কাউন্সিলরগণ ইউনিয়ন জমিয়তের দিকনির্দেশনায় ও থানা/উপজেলা ছাত্র জমিয়তের তত্ত্বাবধানে অনুর্ধ্ব **১৩** সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ কমিটি গঠন করবে।

ক্র.নং	**পদ**	**সংখ্যা**	**ক্র.নং**	**পদ**	**সংখ্যা**
১	সভাপতি	১ জন	৭	প্রচার সম্পাদক	১জন
২	সহ-সভাপতি	১ জন	৮	প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	৯	সাহিত্য সম্পাদক	১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১ জন	১০	পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১১	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৬	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	১২	নির্বাহী সদস্য	২ জন
				মোট	১৩ জন

গ. কমিটির প্রত্যেক সদস্য মাসিক ১০/- টাকা হারে ইউনিয়ন ছাত্র জমিয়তকে চাঁদা প্রদান করবে।

ধারা : ১৪ ➢ শহর শাখা

ক. প্রতিটি পৌরসভায় ছাত্র জমিয়তের শহর শাখা গঠিত হবে। পৌরসভার অন্তর্গত প্রত্যেক ওয়ার্ড শাখা কমিটির সদস্যগণ শহর শাখার কাউন্সিলর গণ্য হবেন।

খ. শহর কমিটি গঠন ও অন্যান্য বিষয়ে গঠনতন্ত্রে ১৩নং ধারার খ ও গ উপধারার নীতি অনুসৃত হবে। তবে ইউনিয়ন জমিয়তের স্থলে শহর বা পৌর জমিয়ত হবে।

ধারা : ১৫ ➢ উপজেলা/থানা শাখা

ক. প্রতি উপজেলা/থানায় ছাত্র জমিয়তের উপজেলা/থানা শাখা গঠিত হবে। উপজেলা/থানার অন্তর্গত প্রত্যেক সিটি ওয়ার্ড, পৌর, ইউনিয়ন ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখাসমূহের কমিটির দায়িত্বশীলগণ ছাত্র জমিয়তের উপজেলা/থানা শাখার কাউন্সিলর বলে গণ্য হবে।

খ. উপরোক্ত কাউন্সিলরগণ উপজেলা/থানা জমিয়তের দিকনির্দেশনায় ও জেলা ছাত্র জমিয়তের তত্ত্বাবধানে নিম্নরূপ অনুর্ধ্ব ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করবে।

ক্র.নং	পদ	সংখ্যা	ক্র.নং	পদ	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন	৯	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১ জন
২	সহ-সভাপতি	২ জন	১০	সাহিত্য সম্পাদক	১ জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	১১	সমাজ সেবা সম্পাদক	১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১ জন	১২	পাঠাগার সম্পাদক	১ জন
৫	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১জন	১৩	দফতর সম্পাদক	১জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১৪	আলিয়া মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক	১জন
৭	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক	১জন	১৫	কলেজ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৮	প্রচার সম্পাদক	১ জন	১৬	কওমী মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক	১জন
			১৭	নির্বাহী সদস্য	৪ জন
মোট =					২১জন

গ. কমিটির প্রত্যেক সদস্য মাসিক ১৫/- টাকা হারে উপজেলা/থানা ছাত্র জমিয়তকে চাঁদা প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, গঠনতন্ত্রের ১১ এর ক ও খ উপধারায় বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখাসমূহ এবং ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং ধারায় বর্ণিত শাখাসমূহের কমিটি গঠনে সংগঠনের দায়ী সদস্যগণ প্রাধান্য পাবে।

ধারা : ১৬ ➢ জেলা শাখা

ক. প্রতি জেলায় ছাত্র জমিয়তের জেলা শাখা গঠিত হবে। জেলার অন্তর্গত সকল ইউনিটসমূহের (থানা/উপজেলা, স্নাতক/স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) দায়ী সদস্যগণই কেবলমাত্র জেলা ছাত্র জমিয়তের কাউন্সিলর গণ্য হবেন।

খ. উপরোক্ত কাউন্সিলরগণ জেলা জমিয়তের দিকনির্দেশনায় ও কেন্দ্রীয় ছাত্র জমিয়তের তত্ত্বাবধানে অনুর্ধ্ব ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ কমিটি গঠন করবে।

ক্র.নং	পদ	সংখ্যা	ক্র.নং	পদ	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন	১০	সাহিত্য সম্পাদক	১জন
২	সহ-সভাপতি	৩ জন	১১	সমাজ সেবা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	১২	পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১ জন	১৩	দফতর বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫	সহ সাধারণ সম্পাদক	২ জন	১৪	কলেজ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১৫	সরকারী মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৭	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	১৬	কওমী মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৮	প্রচার সম্পাদক	১জন	১৭	নির্বাহী সদস্য	৬ জন
৯	প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন			
মোট =					২৫জন

গ. কমিটির প্রত্যেক সদস্য মাসিক ২০/- টাকা হারে জেলা ছাত্র জমিয়তকে চাঁদা প্রদান করবে।

ধারা : ১৭ ➢ মহানগরী শাখা

ক. সকল বিভাগীয় শহরে ছাত্র জমিয়তের মহানগরী শাখা গঠিত হবে। মহানগরীর অন্তর্গত ইউনিট সমূহের (থানা, স্নাতক/স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) দায়ী সদস্যগণই কেবলমাত্র মহানগর ছাত্র জমিয়তের কাউন্সিলর গণ্য হবেন।

খ. মহানগরী কমিটি জেলা কমিটির মর্যাদা সম্পন্ন হবে।

গ. মহানগরী কমিটিসমূহ গঠন ও অন্যান্য বিষয়ে গঠনতন্ত্রের ১৬ নং ধারার খ ও গ উপধারাসমূহের নীতিমালা অনুসৃত হবে। তবে জেলা জমিয়ত ও ছাত্র জমিয়তের স্থলে মহানগর জমিয়ত ও ছাত্র জমিয়ত হবে।

উল্লেখ্য, বৃহত্তম জেলা বা মহানগরী সমূহকে কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় প্রয়োজনে একাধিক সাংগঠনিক জেলা হিসেবে গণ্য করে ভিন্ন কমিটি গঠন করা যাবে।

ধারা: ১৮ ➢ কেন্দ্রীয় ছাত্র জমিয়ত

ক. ছাত্র জমিয়তের সকল দায়ী সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ছাত্র জমিয়তের কাউন্সিলর গণ্য হবে।

খ. কাউন্সিলরগণ কেন্দ্রীয় জমিয়তের তত্ত্বাবধানে নিম্নরুপ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

ক্র.নং	পদ	সংখ্যা	ক্র.নং	পদ	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন	১০	প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২	সহ-সভাপতি	৫ জন	১১	সাহিত্য সম্পাদক	১ জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	১২	সমাজ সেবা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪	যুগ্ম-সম্পাদক	১ জন	১৩	পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫	সহ সাধারণ সম্পাদক	৪ জন	১৪	দফতর সম্পাদক	১ জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১৫	ভার্সিটি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৭	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	৮ জন	১৬	কওমী মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৮	অর্থবিষয়ক সম্পাদক	১ জন	১৭	নির্বাহী সদস্য	২জন
৯	প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	**মোট =**		৩১ জন

গ. কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সদস্যগণ মাসিক ২০/- (বিশ) টাকা হারে কেন্দ্রীয় ছাত্র জমিয়তকে চাঁদা প্রদান করবে।

ধারা : ১৯ ➢ আহবায়ক কমিটি

ক. ছাত্র জমিয়তের কোনো শাখা কমিটিতে কোনো ধরনের সমস্যার কারণে উক্ত কমিটি বহাল রাখা সম্ভব না হলে কিংবা চলমান কমিটি কোনো কারণে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কাউন্সিল দিতে ব্যর্থ হলে ঊর্ধ্বতন শাখা সেই শাখার জমিয়তের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত শাখা কমিটি বিলুপ্ত করে আহবায়ক কমিটি গঠন করবে।

খ. ১ জন আহবায়ক, ৩ জন যুগ্ম-আহবায়ক, ১ জন সদস্য সচিবসহ জেলার মর্যাদা সম্পন্ন শাখার ক্ষেত্রে ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে মোট ১৫ সদস্য এবং থানার মর্যাদা সম্পন্ন শাখাসহ অন্যান্য শাখাসমূহের ক্ষেত্রে ৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে মোট ১২ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

গ. আহবায়ক কমিটি অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে কাউন্সিল সম্পন্ন করবে।

ঘ. উল্লেখিত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যপারে সংগঠনের অভিভাবক পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা : ২০ ➤ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

ক. স্থানীয় জমিয়তের দিকনির্দেশনায় ও ছাত্র জমিয়তের পর্যায়ক্রমিক ঊর্ধ্বতন ইউনিটের তত্ত্বাবধান ও অনুমোদনক্রমেই সংগঠনের শাখা কমিটিসমূহ গঠিত হবে।

খ. কেন্দ্রীয় জমিয়তই কেন্দ্রীয় ছাত্র জমিয়তের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ. কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শাখা কাউন্সিলরগণের মতামতের ভিত্তিতে মনোনয়ন কিংবা নির্বাচন প্রক্রিয়া এতদুভয়ের যে কোনোটি অবলম্বন করতে পারবে।

ঘ. ছাত্র জমিয়তের কেন্দ্র এবং সকল সাংগঠনিক জেলা/মহানগর শাখার কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনের মাধ্যমে করতে হবে। এছাড়া অন্য সকল শাখার ক্ষেত্রে কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে কাউন্সিল করতে হবে। তবে কাউন্সিল ছাড়াও কর্মীদের সংগঠিত করতে যেকোনো শাখা সদস্য বা কর্মী সমাবেশ করতে পারবে।

ধারা : ২১ ➤ আয়ের উৎস

ক. সদস্যগণের অনুদানই হবে সংগঠনের প্রধান আয়ের উৎস।

খ. সংগঠনের সকল দায়ী সদস্যগণ মাসিক ৫/- টাকা হারে স্ব স্ব ইউনিটে চাঁদা প্রদান করবে। তবে দায়িত্বশীল হলে শুধুমাত্র নির্ধারিত চাদা প্রদান করবে।

গ. প্রত্যেক শাখা চাঁদা/অনুদান থেকে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ ঊর্ধ্বতন শাখাকে প্রদান করবে।

ঘ. কোনো সদস্য একাধিক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে ঊর্ধ্বতন কমিটি ব্যতীত অধীনস্ত সকল কমিটির চাঁদা হতে অব্যাহতি পাবে।

ঙ. সংগঠনের শুভাকাঙ্খী-শুভানুধ্যায়ীদের প্রদত্ত অনুদানও সংগঠনের আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই যথাযোগ্য রশিদের মাধ্যমে লেনদেন সম্পাদন করতে হবে। কেন্দ্র অনুমদিত রশিদ ব্যতীত সংগঠনের নামে কারো কাছ থেকে কোনো চাঁদা গ্রহণ করা যাবে না।

চ. অস্থায়ী ইস্যুভিত্তিক অনুদান গ্রহনের রশিদ ছাপানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা : ২২ ➤ সভাপতি এবং সহ-সভাপতিগনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সব শাখার সভাপতি ছাত্র জমিয়তের আদর্শ লক্ষ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন।

খ. প্রত্যেক শাখার সভাপতি তার শাখার তত্বাবধান করবেন, কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে তার সমাধান দিবেন। প্রত্যেক সভাপতি তাঁর নিজ শাখায় ছাত্র জমিয়তের অবস্থা সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন শাখা এবং সেই শাখার জমিয়তের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবগত করবেন এবং পরামর্শ নিবেন।

গ. সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদন, অধীনস্ত ইউনিটসমূহে প্রেরিত নির্দেশাবলী, অধীনস্ত শাখা কমিটি অনুমোদন, প্রকাশিত প্রচার পত্র/বিবৃতি, আর্থিক আয়-ব্যায়সহ সংগঠনের যাবতীয় নির্বাহী আদেশ নিষেধ সভাপতির স্বাক্ষরে চূড়ান্ত হবে।

ঘ. সহ-সভাপতিগণ সভাপতির সকল কাজে সহায়তা করবেন। সভাপতির সাময়ীক অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিগণের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন সভাপতির দায়ীত্ব পালন করবেন।

ধারা : ২৩ ➢ সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সহ সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. প্রত্যেক শাখার সাধারণ সম্পাদক নিজ শাখা ও অধিনস্ত শাখার কার্যনির্বাহ করবেন।

খ. প্রত্যেক শাখার সাধারণ সম্পাদক নিজ সম্পাদকমণ্ডলীর কাজের তদারকি করবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মিটিং আহ্বান করবেন এবং সকল কাগজপত্রে সভাপতির সাথে স্বাক্ষর দিবেন।

ঘ. সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ স্ব স্ব বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

ঙ. যুগ্ম-সম্পাদক ও সহ সাধারণ সম্পাদকগন সম্পাদকের সকল কাজে সহায়তা করবেন। সম্পাদকের সাময়িক অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক ও সহ সাধারণ সম্পাদকগণের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা : ২৪ ➢ নির্বাহী সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কমিটির নির্বাহী সদস্যগণ শাখার কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়ক প্রস্তাবনাসমূহ উত্থাপন করবেন।

খ. নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্বাহী সদস্যগণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।

গ. কমিটির গৃহিত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়নে নির্বাহী সদস্যগণ সম্পাদকমণ্ডলীকে সহায়তা প্রদান করবেন।

ধারা : ২৫ ➢ কার্যকাল

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ছাত্র জমিয়তের সকল শাখা কমিটির কার্যকাল দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে দুই বৎসর পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু কোনো কমিটির কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে স্ব স্ব ইউনিটের বর্ধিত সভায় তা পূর্ণ করে নেওয়া হবে।

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখাসমূহের কমিটির কার্যকাল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সেশন অনুযায়ী এক বছর মেয়াদী হবে।

গ. ছাত্র জমিয়তের কার্য বৎসর জানুয়ারীর প্রথম তারিখ হতে ডিসেম্বরের শেষ তারিখ পর্যন্ত গণ্য করা হবে।

ঘ. ডিসেম্বরের ভেতরে সম্মেলন সম্পন্ন করতে হবে।

ধারা : ২৬ ➢ সভা আহ্বান

ক. বৎসরে চারটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে সাংগঠনিক ও অডিট রিপোর্ট গ্রহণ এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও বাজেট পাশ করা হবে।

খ. প্রতি দুই মাস অন্তর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও সম্পাদকমণ্ডলীর যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাহী সভার সিদ্ধান্তবলী এই সভায় কার্যকর করতে সম্পাদকমণ্ডলীকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তাব করা হবে।

গ. প্রতি মাসে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে নির্বাহী পরিষদে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরামর্শ করা হবে।

ঘ. প্রতিষ্ঠান ও ওয়ার্ড কমিটির পাক্ষিক এবং ইউনিয়ন, পৌর, উপজেলা ও জেলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ. প্রয়োজনবোধে নিয়মিত সভা ছাড়াও জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে।

চ. কেন্দ্র, জেলা ও মহানগর শাখার নিয়মিত সভার নোটিশ **১৫** দিন ও জরুরী সভার নোটিশ ৭ দিন পূর্বে দিতে হবে। অন্যান্য ইউনিটের যেকোনো সভার নোটিশ ৭ দিন পূর্বে দিতে হবে।

ছ. যেকোনো শাখার সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করলে সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ধারা : ২৭ ➢ শৃঙ্খলা

ক. ছাত্র জমিয়তের কোনো সদস্য একসাথে সমপর্যায়ের দুই শাখা কমিটিতে থাকতে পারবে না।

খ. এক শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অন্য কোনো শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে পারবে না।

গ. ছাত্র জমিয়তের কোনো সদস্য জমিয়ত বা যুব জমিয়তে সদস্য থাকতে পারবে না।

ঘ. যেকোনো কমিটির সদস্য এক সাথে স্ব-স্ব শাখার তিন মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার কমিটির সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ. শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ছাত্র জমিয়তের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে কেউ কোনো শাখা কমিটিতে থাকলে বিদ্যমান সেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় জমিয়তের পরামর্শক্রমে ঊর্ধ্বতন ইউনিট সদ্য শিক্ষা সমাপনকারী কোনো ছাত্রকে এক সেশনের জন্য কোনো দায়িত্বে মনোনীত করতে পারবে।

চ. কোনো **দায়ী** সদস্য/দায়িত্বশীলের বিরুদ্ধে শরিয়তলঙ্ঘন, সংগঠনের ভাব মর্যাদা বিনষ্ট বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট শাখা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট লিখিতভাবে জানাবে। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি বা বহিষ্কার করতে পারবে।

ছ. সংগঠনে যদি এমন কোনো সংকট দেখা দেয়, যার সমাধান উক্ত গঠনতন্ত্রে নেই এবং ছাত্র সংগঠনের পক্ষেও সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় জমিয়ত যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা : ২৮ ➢ মূল সংগঠনের সাথে সম্পর্ক

ক. সমাজের সকল স্তর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আল্লাহর নেজাম প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি হিসেবে 'ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ' জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করবে।

খ. জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদই 'ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ' এর অভিভাবক ফোরাম হবে।

গ. ছাত্র জমিয়তের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রস্তাবিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাবসহ যাবতীয় গঠন্তান্ত্রিক সিদ্ধান্তাবলী অভিভাবক ফোরামের অনুমোদনেই কার্যকর হবে।

ঘ. জরুরী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় জমিয়ত সংগঠনের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

ধারা : ২৯ ➢ প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়ন

ক. ছাত্র জমিয়তের দুই স্তরের সিলেবাস পঠনই হবে সদস্যগণের মনোন্নয়নের মাধ্যম।

খ. সিলেবাস পঠনে সিলেবাসে বর্ণিত পদ্ধতিই অনুসৃত হবে।

গ. সকল সাংগঠনিক থানা তার অধিনস্ত ইউনিট সমূহকে নিয়ে এবং সকল সাংগঠনিক জেলা/মহানগর তার অধিনস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে।

ঘ. আয়োজক শাখার উর্ধ্বতন শাখা প্রশিক্ষক প্রেরণ/নির্ধারণসহ কর্মশালার সার্বিক তদারকি করবে।

ঙ. প্রশিক্ষক সিলেবাস পাঠদান, পাঠগ্রহণ ও কেন্দ্র নির্ধারিত সমসাময়িক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

কর্মসূচী

ধারা: ৩০ ➢ অস্থায়ী কর্মসূচী

শিক্ষা বা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবী-দাওয়া আদায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্র জমিয়ত স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী অস্থায়ী শান্তিপূর্ণ যে কোনো ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোনো শাখা নিজ উদ্দোগে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে কেন্দ্রের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা : ৩১ ➢ স্থায়ী কর্মসূচী

স্থায়ী কর্মসূচীকে পাঁচটি ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করা হয়েছে-

১. **তাহযীবে নফ্স তথা ব্যক্তিগঠন**

ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যদি ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী না হয় তবে তার দ্বারা সুশৃঙ্খল সংগঠন এবং সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব নয়। তাই ছাত্র জমিয়তের প্রথম স্থায়ী কর্মসূচী হচ্ছে ব্যক্তিগঠন।

২. **হুসনে খুলক তথা উত্তম চরিত্রমাধুরী**

চরিত্র ছাড়া আদর্শ মানুষ তৈরী হয় না। তাই আদর্শ ব্যক্তিগঠনের সহায়ক হিসেবে ছাত্র জমিয়তের দ্বিতীয় স্থায়ী কর্মসূচী হচ্ছে চরিত্র গঠন।

৩. **খেদমতে খালক বা সমাজ সেবা**

ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে সমাজ সেবা। সমাজ সেবা ছাড়া সামাজিক কোনো কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই খেদমতে খালকের স্বভাব তৈরীর জন্য ছাত্র জমিয়তের তৃতীয় স্থায়ী কর্মসূচী হচ্ছে সমাজ সেবা।

৪. **তানযীম বা সংগঠন**

ঐক্যবদ্ধ শক্তিছাড়া কোনো লক্ষে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। সেই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই ছাত্র জমিয়ত তার চতুর্থ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে 'সংগঠন'।

৫. **দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লার দিকে আহবান**

যেহেতু ছাত্র জমিয়তের চুড়ান্ত লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর নেজাম প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যে ছাত্র জমিয়ত পঞ্চম কর্মসূচী গ্রহণ করেছে দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা মানব জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান।

সমাপ্ত

ছাত্র
জমিয়ত
বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১, ৫১/এ (১০ম তলা)
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

E-mail: Chhatrajamiatbangladesh@gmail.com

Web: www.chhatrajamiat.com